দৈনিক
ইত্তেফাক

24 JAN 2017

বেসরকারি স্কুলগুলো নিয়ন্ত্রণে আনা প্রয়োজন

উৎস আমার কাজিন। একটি কিন্ডারগার্টেনে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ত। প্রায়ই বিষণ্ন দেখতাম। জিজ্ঞেস করে জানতে চাইতাম বিষণ্নতার কারণ। শেয়ার করত না। হয়তো আমাদের বয়সের ব্যবধানটা মাঝখানের দেয়াল ছিল। হঠাৎ একদিন শুনলাম উৎস বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে! নয়-দশ বছরের একটি শিশুর এ অপ্রত্যাশিত ঘটনায় পরিবারের সবাই শোকাহত হয়। বিশেষ করে মা-বাবা।

পত্রিকায় নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হলো। প্রায় এক মাস পরে এক অপরিচিত নাম্বার থেকে ফোন এল। উৎসের সন্ধান পেলাম। আমি তাকে আনতে গেলাম। তখনই উৎস আমাকে শেয়ার করল— বাড়ি পালিয়ে চায়ের দোকানে কাজ নেওয়া এবং বাড়িতে বিষণ্ন থাকার কারণ। বইয়ের সংখ্যা বেশি হওয়ায় প্রতিদিনের স্কুলের পড়া করতে পারছিল না। তাই প্রতিদিন পাওনা ছিল টিচারের শাস্তি। না পারছিল মা-বাবার সঙ্গে শেয়ার করতে, না পারছিল সইতে। তাই বাড়ি পালিয়েছে। পরে তাকে আমার পরামর্শে সরকারি স্কুলে ভর্তি করানো হয়। ২০১৫ সালে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ পাঁচ নিয়ে স্কুল শেষ করে।

বেসরকারি স্কুলগুলোতে জাতীয় শিক্ষাক্রম কর্তৃক নির্ধারিত বইয়ের অতিরিক্ত পড়ানো হয়। যা বাধাগ্রস্ত করে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ। প্রাথমিকে শিশুর শরীরের ১০ শতাংশের বেশি ওজনের ব্যাগ বহন নিষিদ্ধে ছয় মাসের মধ্যে সুনির্দি[illegible] প্রণয়নের হাইকোর্টের